এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২০০০

ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঐতিহাসিক সূত্রে গাঁথা। আমরা ঐতিহ্যের উত্তরসূরি। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সঙ্গে রয়েছে আমাদের আবেগের সম্পর্ক। '৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের দিয়েছে নিঃশর্ত সমর্থন। অথচ স্বাধীনতা-উত্তর দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়েছে টানাপড়েনের মাধ্যমে। শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বার্থে দুই দেশের জনগণের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করেছে। এ ধারা ভারতের চেয়ে এদেশে হয়েছে অধিক চর্চা।

পাকিস্তানের শাসনামলে সামরিক শাসকেরা জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে নিয়ে যেতে ভারত জুজুর ভয় তোলে। কারণে অকারণে ভারত বিরোধিতার চর্চা হয়। আজকেও ভোটের রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতা অন্যতম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। দেখা যায়, যারা ভারত বিরোধী রাজনীতি করে, ক্ষমতায় গিয়ে তারাই ভারতের প্রতি নমনীয় হয়ে পড়ে। দেশের শিল্পের চিন্তা না করে, দেশকে ভারতীয় বাজারে পরিণত করে। চাল, চিনি, মাংস, পেঁয়াজ থেকে গাড়ি পর্যন্ত ভারত এদেশের বাজার এখন নিয়ন্ত্রণ করেছে।

আজকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। ভারত অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ বিদ্রোহী সাত রাজ্যের সংগঠনগুলোকে মদদ দিচ্ছে। রয়েছে এদেশে তাদের ক্যাম্প। একই অভিযোগ তোলা হচ্ছে এদেশ থেকেও। বাণিজ্য ঘাটতি বিষয়টি বার বার উঠে আসছে। অভিন্ন ৫৪ নদীর পানির হিস্যার ইস্যুটিও দুই দেশের সম্পর্ককে মলিন করে তুলেছে। রয়েছে ফারাক্কা সমস্যাও। এসব সমস্যা দৃঢ় বাস্তবতা। দুই দেশ সরকারি পর্যায়ে স্বীকার না করলেও জনগণ তা অনুভব করে। দেশের এমন একটি সময় মোর্শেদ খান ভারতের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক বক্তব্য দিয়েছেন, যা সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। ভারত জুজুকে তিনি অযথা উসকে দিতে চেয়েছেন। ভারত সরকার বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। যদিও সচিব পর্যায়ের বৈঠক অন্তরিকতার সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে।

আমরা বিশাল ভারতের পাশে বন্ধু প্রতিম ছোট দেশ। ভারত ক্রমেই সর্ব ক্ষেত্রে সুসংহত হয়ে উঠছে। তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে খুব একটা লাভ হবে না। আমাদের বন্ধু প্রতিম সম্পর্ক রেখেই আগাতে হবে। অপর দিকে বৃহৎ প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের দায়ভার কম নয়। ছোট প্রতিবেশীর বড় ভাইসুলভ নয়, বন্ধুর মতো আচরণ আশা করে। এ ক্ষেত্রে দুই দেশের মিডিয়ারও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বিশ্ব এগিয়ে চলছে দ্রুতলয়ে। ইউরোপে আজ চালু হয়েছে অভিন্ন মুদ্রা। আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অতীতের সংকীর্ণ রাজনীতি ভুলে হতে হবে বাস্তববাদী। বাস্তবতার মাঝেই খুঁজে নিতে হবে মৈত্রীর সম্পর্ক।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ s2000@dbn-bd.net
info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com